দৈনিক ইত্তেফাক

67

তারিখ ... 11 MAY 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... 4 ...

২৭শে বৈশাখ ১৩৯৪

আগষ্টে ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা

(বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার)

ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ প্রক্রিয়া শুরু করিয়াছেন। একটি সূত্র জানায়, আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ এমাজউদ্দিন জানান, ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় নির্বাচন সম্পর্কিত ভিসির বক্তব্য ছিল তাহার একান্ত ব্যক্তিগত। তবে রমজানের ছুটির পর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হইবে। (৪র্থ-পৃঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা যায়, কর্তৃপক্ষ পর্যায়ক্রমে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত এ ব্যাপারে আলোচনা অব্যাহত রাখিয়াছেন। চলতি মাসের মধ্যে এই আলোচনা শেষ করা হইবে।

এদিকে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (৫ দল সমর্থিত) পূর্ব সিদ্ধান্ত বাস্তবে রক্ষা করার ব্যাপারে জটিলতা শুরু হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত মতে কলেজ সংসদ নির্বাচনে যৌথ প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা থাকিলেও রংপুর কারমাইকেল কলেজ ছাড়া দেশের কোন কলেজে ইহা মানা সম্ভব হয় নাই। বিভিন্ন কলেজে ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের প্রভাব থাকায় প্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্নে অনৈক্য ইহার কারণ বলিয়া জানা যায়। ডাকসু নির্বাচনের ক্ষেত্রেও এই আলামত শুরু হইয়াছে। সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী কয়েকটি ছাত্র সংগঠন যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করিয়াছে। তবে জানা যায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদকে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ৫ দল হইতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। যৌথভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণের এই বিষয় নিষ্পত্তি হইলে সাবেক সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা আখতার উজ্জামান পুনরায় প্রার্থী হইতে পারেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এদিকে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা ডাকসু নির্বাচনে সকল দল ও মতের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার মত কোন পরিবেশ এখনও ক্যাম্পাসে গড়িয়া তোলা যায় নাই। জাতীয় ছাত্র সমাজ এখন পর্যন্ত ক্যাম্পাসে তেমন সংগঠিত হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাহাছাড়া আসলাম হত্যা মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়নের সহিত ছাত্র লীগের (মু-না) একটি ঠাণ্ডা লড়াই এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। এই মহলের মতে নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের গৃহীত প্রক্রিয়ায় সকল দল-মতের অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রথমে নিশ্চিত করা দরকার। এ ব্যাপারে সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে মুখোমুখি বৈঠক করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী।

স্বাধীনতার পর সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৮২ সালে। তবে ঐ বছর ২৪শে মার্চ সামরিক আইন জারি হওয়ার পর ডাকসুর সকল প্রকার কর্মকাণ্ডকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে গত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ নানা কর্মকাণ্ডে ভাটা পড়ে। এই সময়ে হলগুলিতে ও কেন্দ্রীয়ভাবে তেমন কোন সাংস্কৃতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয় নাই।